সমকাল

তারিখ 29 MAR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পদ ছাড়লেও সুবিধা ছাড়েননি সাবেক উপাচার্য, উপ-উপাচার্য

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এম আবদুস সোবহান ও উপউপাচার্য মুহাম্মদ নুরুল্লাহ ২৫ ফেব্রুয়ারি ৪ বছরের মেয়াদ শেষ করে পদ ছাড়লেও বরাদ্দ সুযোগ-সুবিধাদি ভোগ করছেন। উপাচার্য ও উপউপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দ বাস ভবনে থাকছেন। একই সাথে উপাচার্যের মুসাবিদা (প্রটোকল) ভোগ করছেন। অপরদিকে '৭৩ আক্ট অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষকদের 'অতিরিক্ত দায়িত্ব' শেষ হলে পরের কার্যদিবস থেকে নিজ বিভাগে যোগদানের নিয়ম থাকলেও তারা ২১ দিনেও তা করেননি। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করা হয়েছে। তবে কোষাধ্যক্ষ আব্দুর রহমান শিক্ষকতার মেয়াদ শেষ হওয়ায় অবসরে গেছেন।

২০০৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রাবির উপাচার্য হিসেবে ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এম আবদুস সোবহান নিয়োগ পান। ২৫ ফেব্রুয়ারি তার চার বছর মেয়াদ শেষ হয়। এরপর থেকে এ পদ শূন্য হয়। সাবেক উপাচার্য জানান, তিনি এতোদিন উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন তার বাসা নেই। সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত না পাওয়ায় তিনি এবং সাবেক উপউপাচার্য নুরুল্লাহ নিজ বিভাগে যোগদান করেননি। তিনি মনে করেন, উপাচার্য নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত বাসভবনে বসবাস করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে একটু জটিলতাও তৈরি হবে।

ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক আবু বকর ইসমাইল জানান, নিয়মানুযায়ী তার উচিত ছিল বিভাগকে অবহিত করা। কিন্তু এখন পর্যন্ত তিনি বিভাগে জানাননি। উপউপাচার্য মুহাম্মদ নুরুল্লাহর বিষয়ে মনোবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক জিয়া উদ্দিন একই তথ্য জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৭৩-এর ১১(ক) (খ) ধারা অনুযায়ী অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্য সিনেট অধিবেশন ডেকে উপাচার্য প্যানেল- নির্বাচন করার কথা। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি তিন সদস্যবিশিষ্ট উপাচার্য প্যানেল থেকে যে কোনো একজনকে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেবেন। কিন্তু ১৯৯২ সালের পরে কোনো নির্বাচিত উপাচার্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পায়নি।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আজহার আলী জানান, সাবেক উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন লঙ্ঘন করে বিভিন্ন কাজ করেছেন। দায়িত্ব শেষ হওয়ার পরও ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. আমীরুল ইসলাম ও মতিয়ার রহমান জানান, নতুন উপাচার্য নির্বাচন করা হয়নি সত্য কিন্তু সাবেক উপাচার্যও আশা ছাড়েনি। এ কারণে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসভবন ছাড়ছেন না। সরকারের উচিত দ্রুততম সময়ে উপাচার্য নিয়োগ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক শূন্যতা পূরণ করা।

বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন রাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক উৎসব মোসাদ্দেক জানান, মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই যদি সাবেক উপাচার্য সিনেট অধিবেশন ডেকে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন দিতেন তাহলে উপাচার্য নিয়োগে কোনো সমস্যাই হতো না। উপাচার্যের দায়িত্বহীনতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ হাজার শিক্ষার্থীকে এখন অভিভাবকহীনতায় ভুগতে হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য সাবেক উপাচার্য আবদুস সোবহান ও উপউপাচার্য নুরুল্লাহ সাহেবের মুঠোফোনে কয়েকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়